To,
The Director of Public Instruction,
Higher Education Department,
West Bengal,
Bikash Bhaban, Salt Lake,
Kolkata – 19.

মহাশয়,

আপনি অবহিত আছেন যে, সারা দেশে নয়া উদারবাদী অর্থনৈতিক সংস্কার প্রক্রিয়ার বিষময় ফল হিসেবে দেশের শ্রমজীবী মানুষের জীবন যন্ত্রণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের জনস্বার্থ, শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী পদক্ষেপের পাশাপাশি রাজ্যের জনসাধারনের গণতান্ত্রিক অধিকারের সঙ্গে রাজ্যের শিক্ষাকর্মীদের ন্যায় সঙ্গত দাবী গুলির প্রতি রাজ্য সরকারের চরণ অবহেলে এবং উপেক্ষার বিরুদ্ধে, গণতান্ত্রিক ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার হরণের চকান্তের বিরুদ্ধে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈরাজ্য কায়েম করে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে সঙ্কুচিত করার চকান্তের বিরুদ্ধে, সংগঠিত প্রতিবাদকে নস্যাৎ করার জন্য ধর্মঘটের ঘোষিত বিধি থাকা সত্বেও শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের সার্বজনীন দাবিতে আহুত ধর্মঘটে অংশ নেওয়ার জন্য বেতন কাটা এবং ডায়েজ-নন করার নির্দেশ জারী করার বিরুদ্ধে এবং ।

কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্য সরকার মালিক শ্রেনীর স্বার্থে শ্রম আইন সংশোধনের নামে শ্রমিকদের বুনিয়াদী অধিকারগুলি কেড়ে নিতে উদ্যত হয়েছে। চুক্তিপ্রথায় ও অস্থায়ীপদে নিযুক্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যূনতম মজুরী মেনে নেওয়া হচ্ছে না। শ্রমিক-কর্মচারীদের সামাজিক সুরক্ষা প্রসঙ্গটি চূড়ান্ত অবহেলিত হচ্ছে।

নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির দাপটে সাধারণ জনগণের সঙ্গে রাজ্যের শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা নিদারুণ সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন। মূল্যবৃদ্ধির ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কেন্দ্রীয়হারে স্বীকৃত মহার্ঘভাতার ৩৭% পাওনা থেকে রাজ্যের কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী বঞ্চিত।

রাজ্য প্রশাসন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সার্ভিস কমিশনগুলির মাধ্যমে নিয়োগ করার অজুহাতে দীর্ঘ দিন ধরে নিয়োগ বন্ধ করে রেখেছ । ফলে রাজ্যের কলেজ গুলিতে ব্যাপক শূন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে । নামমাত্র পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অস্থায়ী শিক্ষাকর্মীদের দিয়ে কাজ কবিয়ে নেওয়া হচ্ছে। অথচ তাদের স্থায়ীকরণের কোনো উদ্যোগ গ্রহন করা হচ্ছে না ।

শিক্ষাকর্মীদের সমস্যা গুলি নিয়ে সাক্ষৎ চেয়ে চিঠি নিলেও, সাক্ষাতের সময় পাওয়া যাচ্ছে না।

কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী তথা শ্রমিক স্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং জাতীয় ফেডারেশনগুলি আগামী ৯ জুলাই ২০২৫ দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়েছে।

এই ধর্মঘটের সমর্থনে এবং রাজ্যের কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা, শূন্যপদে স্বচ্ছতার সাথে নিয়োগ, অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ীকরন ও রাজ্যে সপ্তম বেতন কমিশন গঠনের দাবীগুলির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আপনাকে সুসপষ্টভাবে জানাতে চাই যে কেন্দ্রীয় নীতির পাশাপাশি রাজ্য সরকারের শ্রমিক-কর্মচারী স্বার্থ বিরোধী অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী নীতির বিরুদ্ধে নিম্মলিখিত দাবীগুলির সুষ্ঠু মীমাংসার দাবী জানিয়ে আগামী ২০ মে ২০২৫ রাজ্যজুড়ে আমরা সাধারণ ধর্মঘটে আংশগ্রহণ করবো।

এই সঙ্গে আমরা আপনাকে জানাতে চাই বিধি অনুযায়ী ধর্মঘটের ১৪দিন আগেই আমরা আপনাকে ধর্মঘটের এই নোটিশ প্রদান করছি।

: দাবীসনদ :

১. অবিলম্বে দেশের শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী শ্রমকোড বাতিল করতে হবে।
২. রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতিকারীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও যোগ্যদের পুনঃনিয়োগ করতে হবে।
৩. অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ীকরন ।
৪. অবিলম্বে কেন্দ্রীয় হারে বকেয়া ৩৭ শতাংশ মহার্ঘভাতা / মহার্ঘ রিলিফ প্রদান করতে হবে।
৫. সমস্ত শূন্যপদে স্বচ্ছতার সাথে স্থায়ী নিয়োগ করতে হবে।
৬ জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল কর কর,
৭ সপ্তম বেতন কমিশন গঠন করতে হবে।
৮ ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার সহ ধর্মঘটের অধিকার রক্ষা করতে হবে।
৯ শিক্ষাকর্মীদের ন্যায় সঙ্গত দাবী সংক্রান্ত বিষয়ে সুষ্ট অলোচনায় বসতে হবে ।

ধন্যবাদান্তে,

নিবেদনান্তে

(সুব্রত চক্রবর্ত্তী)
সাধারণ সম্পাদক